৫০

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 10 AUG 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

মেধাবী ছাত্রছাত্রী অভিভাবক ও শিক্ষকদের অভিমত

প্রশ্ন ব্যাংকের ভিত্তিতে নৈর্ব্যক্তিক অংশের মাধ্যমে পাসের ব্যবস্থা আত্মঘাতী পদ্ধতি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ কোচিং ও প্রশ্ন ব্যাংক নির্ভরতা এবং বিশৃঙ্খল ছাত্র রাজনীতি ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশের অন্তরায়– এ অভিমত চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় মেধা স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রী, তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকদের। পরীক্ষা পদ্ধতি, কোচিং ও ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে বুধবার তাঁরা জনকণ্ঠকে এ অভিমত প্রদান করেন।

আইডিয়াল স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা বোর্ডের মেধা তালিকায় সবচেয়ে বেশি স্থান দখল করে। এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফয়জুর রহমান বলেছেন, প্রশ্ন ব্যাংকের ভিত্তিতে শুধুমাত্র নৈর্ব্যক্তিক অংশের মাধ্যমে পাসের ব্যবস্থা একটি আত্মঘাতী পদ্ধতি ছিল। লেখাপড়া না করেও পাসের ব্যবস্থা করে জাতিকে একটি মূর্খ জাতিতে পরিণত করার জন্যই এ চক্রান্ত করা হয়।

তিনি বলেন, বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক পাঠদানে এবং শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় আন্তরিক নয় বলেই কোচিং সেন্টারগুলো ব্যবসার সুযোগ পেয়েছে।

এ স্কুল হতে সমাজবিজ্ঞানে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী সনজিদা হোসেন বলেছেন, পুরোপুরি রচনামূলক প্রশ্ন

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

প্রশ্ন ব্যাংকের

(প্রথম পাতার পর)

ছাত্রছাত্রীদের নোট, গৃহশিক্ষক ও কোচিং নির্ভর করে তোলে। তিনি পরীক্ষাকে পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক এবং প্রশ্ন ব্যাংকবিহীন করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। নিয়মিত পড়লে কোচিং-এর প্রয়োজন নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী গার্লস হাইস্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষা জাকেরা রহমান বলেছেন, প্রশ্ন ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় প্রশ্ন তৈরি করার ক্ষেত্রে শিক্ষকরা এবং জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অসুবিধায় পড়েছে। এ ব্যবস্থায় কিছু না শিখেই ভাল ফল লাভের সুযোগ ছিল। তিনি প্রশ্ন ব্যাংক তুলে দেয়া এবং নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক অংশে পৃথক পৃথকভাবে পাসের ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, ক্লাসে সকল ছাত্রছাত্রীর দিকে নজর দেয়া সম্ভব না হওয়ায় এবং আর্থিক কারণে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ার অসঙ্গতি হতেই কোচিং পদ্ধতি সৃষ্ট বলে উল্লেখ করেন। কোচিং সেন্টারগুলো নিয়মিত পরীক্ষা ও চর্চার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন ও আস্থাবান করে তোলে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ স্কুল হতে ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকারিণী শামিমা শারমিন কান্তা প্রশ্ন ব্যাংক তুলে দিয়ে এমসিকিউ পদ্ধতি চালু রাখা এবং নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক উভয় অংশে পাসের পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের পুরো বই পড়তে বাধ্য করবে বলে উল্লেখ করেন। কোচিং সেন্টারে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের মান যাচাই করা সম্ভব। তবে নিয়মিত কোচিং অপ্রয়োজনীয় বলে তিনি অভিমত দেন।

সরকারী ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ হাবিবুল্লা খান বলেছেন, ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রশ্ন ব্যাংক একটি বাধা। এতে ভাল ছাত্ররা লজ্জিত হচ্ছিল। পরীক্ষায় অনেকে রচনামূলক অংশের উত্তর দেয়া প্রয়োজন মনে করত না। প্রত্যেক বিষয়ে রচনামূলক অংশে ফেল করেও প্রথম বিভাগ পাওয়া এ পদ্ধতিতে সম্ভব ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার আংশিক ব্যর্থতা এবং পাস করার সহজ ওষুধ হিসাবে কোচিং-এর উৎপত্তি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

খিলগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হতে সমাজবিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকারী এইচএস তারেক আহমেদ শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকারকে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

ভিকারুননেসা নূন স্কুল হতে সমাজবিজ্ঞানে তৃতীয় স্থান অধিকারিণী আজিজুননেসা স্মৃতি বলেছেন, এমসিকিউ পদ্ধতিতে প্রতিটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের চারটি উত্তর দেয়া থাকলে যে কেউ আন্দাজে উত্তর দিতে পারে। তিনি প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বরের জন্য ১০০টি কুইজ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্ন করার পক্ষে মতামত দেন। এতে বই পড়ার প্রবণতা বাড়বে। গাইড প্রকাশ নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিশৃঙ্খল ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন।